ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সুপারমডেল হওয়ার জন্য কাকে অনুসরণ করতেন ক্যাটরিনা?

পৃঃ ৫

চটলেন নেইমার, ধুয়ে দিলেন গণমাধ্যমকে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৫২ ● কলকাতা ● ১১ পৌষ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

রাজীব কুমার 'রিটার্ন গিফট'

পেয়েছেন, দাবি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য পুলিশের অ্যাক্টিং ডিজি হিসেবে দায়িত্ব পেতে চলেছেন দু'দে আইপিএস রাজীব কুমার। বুধবার ক্যাবিনেট বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। আর এরপরই সন্ধেয় খোঁচা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজীব কুমারের নতুন গুরু দায়িত্ব প্রসঙ্গে শুভেন্দু বললেন, 'এটা রিটার্ন গিফট।' এই নিয়ে মন্তব্য করার সময় সারদা চিটফান্ড মামলার প্রসঙ্গও টানলেন শুভেন্দু।শুভেন্দুর বক্তব্য, রাজীব কুমার হাইকোর্ট থেকে রক্ষাকবচ নিয়ে আছেন। বললেন, "এর বিরুদ্ধে সিবিআই ও কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। এই মামলা দু'বছর ধরে আটকে আছে। আমি সিবিআই ও কেন্দ্রীয় সরকারের সলিসিটর জেনারেলের কাছে দাবি করব, ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট খুললে এই মামলা অবিলম্বে বিবেচনার জন্য তোলা হোক।"প্রসঙ্গত, সারদা মামলায় অতীতে নাম জড়িয়েছিল এই আইপিএস অফিসারের। সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। কিন্তু রাজীব সিনহার এই দায়িত্ব প্রাপ্তিকে হঠাৎ 'রিটার্ন গিফট' কেন বলছেন বিরোধী দলনেতা?

শুভেন্দু অধিকারী বললেন, "রাজীব কুমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাইরে থাকতে দিয়েছেন। সুদীপ্ত সেনের সল্টলেকের অফিসের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এবং

এরপর ৩ পাতায়

নিষিদ্ধ উপত্যকার মৌলবাদী সংগঠন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুসলিম লিগ জম্মু কাশ্মীর'কে নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করল কেন্দ্র। সোমবার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে জানান, মুসলিম লিগ জম্মু কাশ্মীর জঙ্গিদের মদত দেওয়ার মতো রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত। সমাজমাধ্যমে শাহ আরও বার্তা দেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের বার্তা স্পষ্ট, যে আমাদের জাতির ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কাজ করবে, তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। কঠিন আইনের মুখোমুখি হতে হবে।' অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নোটিসে বলা হয়েছে, 'সংগঠনটি ভারত-বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী প্রচার' চালাত। সংগঠনের নেতারা বেআইনি কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানপন্থী সংস্থার থেকে তহবিল সংগ্রহ করত।

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সংগঠনের নেতারা, বিশেষ করে চেয়ারম্যান মাসারত আলম দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এই কারণেই সংগঠনটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হল।এই কারণেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এক সময়ে মুসলিম লিগ জম্মু কাশ্মীরের নেতৃত্ব দিতেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি। বর্তমানে সংগঠনটির নেতৃত্বে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া হুরিয়াত কনফারেন্সের কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান মাসরাত আলম। সেই সংগঠনেরই অস্তিত্ব মুছে দিল কেন্দ্র। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ লেখেন, 'এই সংগঠন এবং এর সদস্যরা জম্মু ও কাশ্মীরে দেশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে জড়িত। জঙ্গি কার্যকলাপকে সমর্থন করে, জনগণকে জম্মু ও কাশ্মীরে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করছে।'

নির্দোষ কাউকে বলি দেবেন না',

ডিজি রাজীব কুমারকে শুভেচ্ছা জানিয়েও 'খোঁচা' কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে রাজীব কুমার নিযুক্ত হতেই বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। শুভেচ্ছা জানানোর অছিলায় রাজীব কুমারকে রীতিমতো খোঁচা দিয়ে গেলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। কুণালের মন্তব্য, 'আপনি দক্ষ আধিকারিক। ভালোভাবে কাজ করুন। দেখবেন আবার কারও নির্দেশে আমার মতো নির্দোষকে বলি দিয়ে দেবেন না।'আবার সারদা মামলায় রাজীব কুমার যখন সিবিআই স্ক্যানারে তখনও তাঁর বিরুদ্ধে বয়ান দিয়েছিলেন কুণাল। সেবারে কুণাল অভিযোগ করেছিলেন, রাজীব সময়মতো সক্রিয় হননি। তাঁর কথা শোনেননি। সেকারণেই সারদা মামলার জল এতদুর গড়িয়েছে। ২০২১ সালের পর রাজীব রাজ্য প্রশাসনের মূল স্রোত থেকে সরে গিয়েছিলেন। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব বর্তমানে তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের প্রধান সচিবের পদ সামলাচ্ছিলেন। এবার তাঁর প্রত্যাবর্তন হল। সরাসরি তাঁকে রাজ্যের ডিজি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজীবের এই পদোন্নতির দিন ফের

এরপর ৩ পাতায়

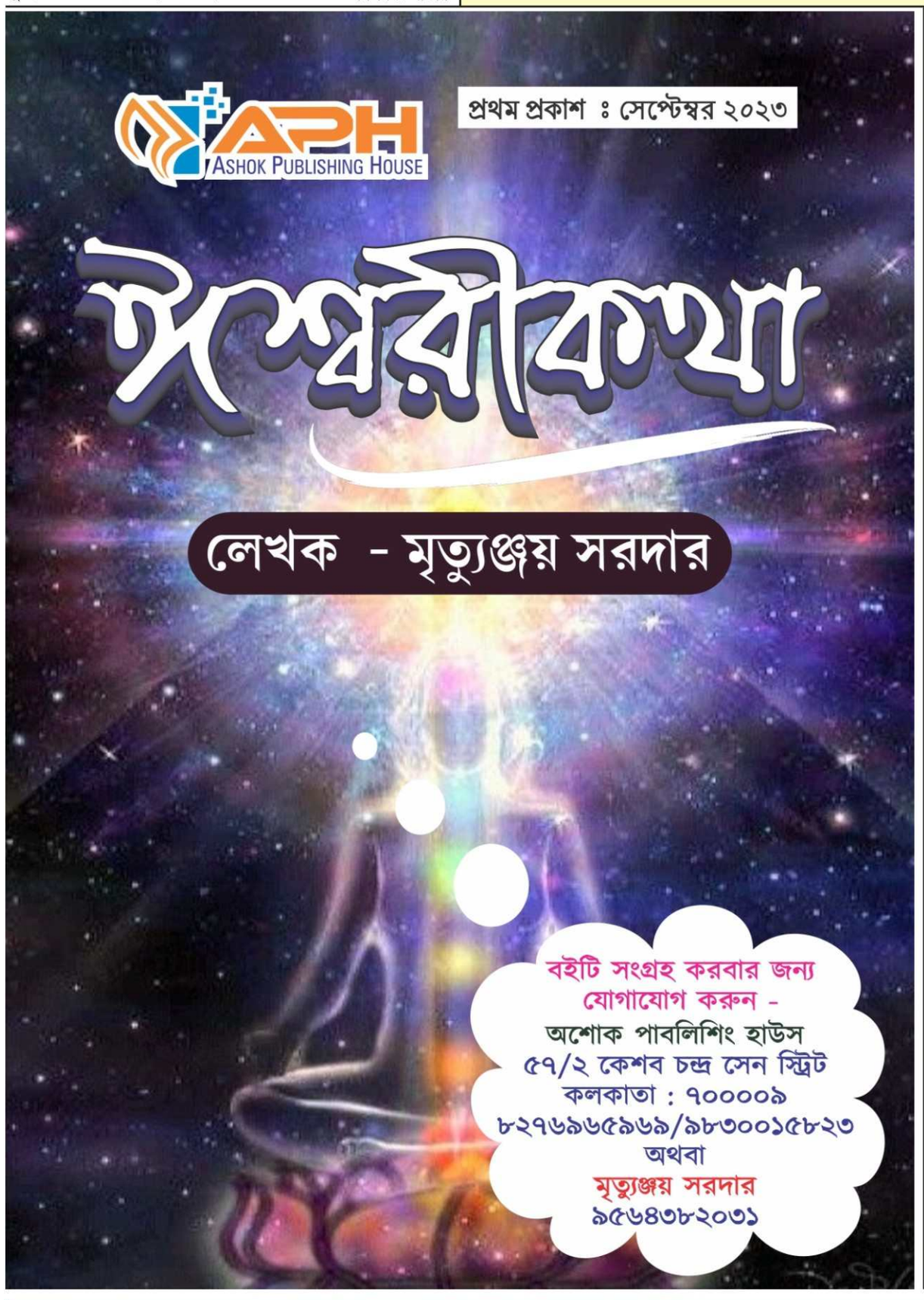

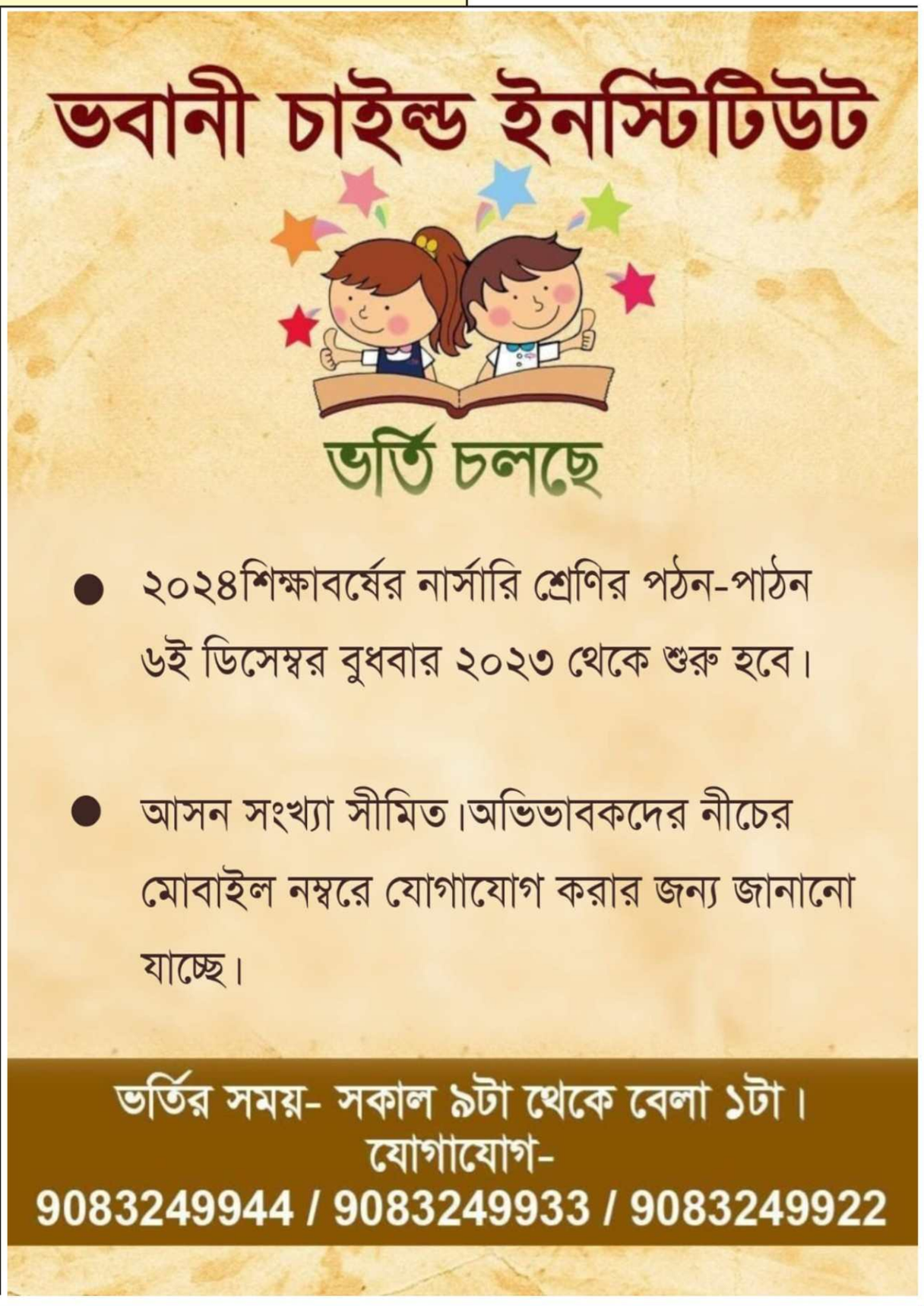

অধীরকে অযোধ্যায় পাঠাবেন সনিয়া?

সীতারাম না বলে দিলেও ধন্ধে আকবর রোড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অযোধ্যায় রাম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে। কিন্তু ইয়েচুরি পত্রপাঠ নৃপেন্দ্র মিশ্রকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বা তাঁর দলের কেউ যেতে পারবেন না। কেন যেতে পারবেন না তাও পষ্টাপষ্টি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন সীতারাম।এ ব্যাপারে অধীর চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে দ্য ওয়ালকে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ আমাকে বাড়িতে এসে আমন্ত্রণ করেছে। তবে দল এখনও এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি।' অধীরবাবুর কথায়, 'ওইদিন অযোধ্যায় গিয়ে কী হবে? নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ আর মোহন ভাগবতের ভাষণ শুনে চলে আসতে হবে। পরে না হয় কখনও গিয়ে অযোধ্যার মন্দির দেখে আসব।'কিন্তু অযোধ্যা প্রশ্নে বরাবরের মতই দ্বিধা গ্রাস করে রয়েছে কংগ্রেসকে। সাবেক জাতীয় দলের নেতারা পরিষ্কার বলছেন, রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পুরোপুরি রাজনীতিকরণ করে ফেলেছে বিজেপি। ওই অনুষ্ঠানকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু তার পরেও সীতারামের মতো পরিষ্কার বলতে পারছেন না যে তাঁদের কেউ যাবেন না। কারণ, মনে এই শঙ্কাও রয়েছে যে না গেলে হিন্দু বিরোধী বলে প্রচার করবে বিজেপি।সম্প্রতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিষয়টি উঠেছিল। সেখানে অধীর চৌধুরী জানান যে, তাঁর কাছে আমন্ত্রণ পত্র আসতে পারে। হয়েছেও তাই। সম্প্রতি রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক নেতাকে নিয়ে অধীরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁকে রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উতসবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। সেই সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খার্গেকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু সূত্রের মতে, অধীর না মল্লিকার্জুন কাকে পাঠানো হবে তা এখনও স্থির হয়নি। আদৌ কেউ যাবেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়।

মাত্র ৮৪ সেকেন্ড!

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় একটুও এদিক-ওদিক চলবে না

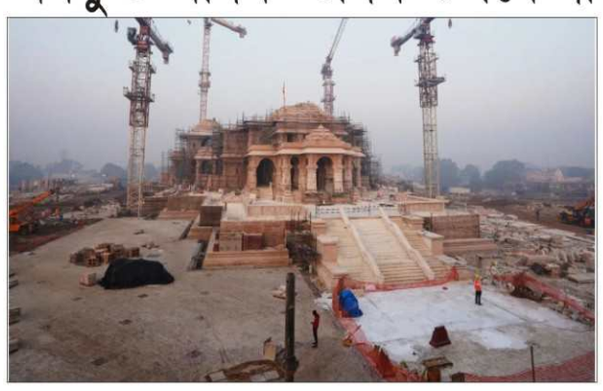

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতে আর একমাসও নেই। ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে অযোধ্যার রাম মন্দিরের। আর তার জন্য, এখন যুদ্ধকালীন ততপরতায় চলছে শেষ কয়েক দিনের প্রস্তুতি। ২২ জানুয়ারি মূল অনুষ্ঠান হলেও,তার সাতদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যাবে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রবল উতসাহ দেখা যাচ্ছে দেশ জুড়ে।রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সুরক্ষার প্রশ্নও। এর জন্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের তিন দিন আগে থেকেই মন্দিরে ভক্তদের দর্শন বন্ধ রাখা হবে। তবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরের দিন থেকেই, অর্থাত, ২৩ জানুয়ারি থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে রাম মন্দিরের দরজা।প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা, বলিউড অভিনেতা, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ এবং সারা দেশের বিশিষ্ট সাধু-সন্তদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দিনভর চলবে জমজমাট উদযাপন। তবে, রাম মন্দির তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট সূত্রে জানা যাচ্ছে, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ৮৪ সেকেন্ড। ট্রাস্ট সদস্যদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা এখন আবর্তিত হচ্ছে ওই ৮৪ সেকেন্ডকে ঘিরেই। মন্দিরের ভবিষ্যত নির্ভর করছে, এই ছোট্ট সময়ের উপরই।ট্রাস্ট সদস্যরা জানিয়েছেন, মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য ওই ৮৪ সেকেন্ডই হল সবথেকে পবিত্র ক্ষণ। অনেক তিথি ঘেঁটে এই পবিত্র সময়টি নির্ধারণ করেছেন বারাণসীর পণ্ডিতরা। ট্রাস্ট সদস্যদের মতে, এই 'মুহূর্ত' শুরু হবে ২২ জানুয়ারি বেলা ১২টা বেজে ২৯ মিনিট ৮

এরপর ৩ পাতায়

ভারত জোড়ো'র পর এবার

'ভারত ন্যায় যাত্রা'র ঘোষণা রাহুলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত জোড়ো যাত্রা'র পর এবার 'ভারত ন্যায় যাত্রা'। মণিপুর থেকে মুম্বই পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ঘোষণা রাহুল গান্ধীর । ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই যাত্রা। শেষ হবে ২০ মার্চ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল একথা জানিয়েছেন।তবে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সঙ্গে এই যাত্রার একটা তফাত রয়েছে। এবারের যাত্রা পায়ে হেঁটে নয়, মূলত বাসেই হবে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় ১৫০ দিনে সাড়ে ৪ হাজার কিমি পথ হেঁটেছিলেন রাহুল।তিনি আরও জানান, ৬৫ দিনের এই যাত্রায় রাহুল মোট ৬ হাজার ২০০ কিমি পথ পেরবেন। যার মধ্যে পড়বে ১৪টি রাজ্য ও ৮৫টি জেলা। কোন কোন রাজ্য দিয়ে যাবে রাহুলের যাত্রা? জানা যাচ্ছে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অসম, মেঘালয়, বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে যাবেন রাহুল। বেণুগোপালের কথায়, 'এই যাত্রায় রাহুল যুব সম্প্রদায়, মহিলা ও প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে মূলত কথাবার্তা বলবেন।'

দুর্ঘটনার কবলে পড়া মুরগি ভর্তি ট্রাক লুঠ আগ্রায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাণ যায় যাক। কিন্তু সুযোগ যখন পাওয়া গিয়েছে তখন লুটেপুটে নেওয়ার প্রবৃত্তি অনেকেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। বুধবার সেই মর্মান্তিক ছবিই ধরা পড়ল উত্তরপ্রদেশের আগ্রায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরালও হয়ে গিয়েছে।জানা গিয়েছে, পরে অবশ্য আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য ক্রেনও আনা হয়। কিন্তু দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়ি থেকে যেভাবে অকাতরে মুরগি চুরি হয়েছে, ভিডিওতে সেই দৃশ্য অবাক হয়েছেন অনেকেই। জানা যাচ্ছে, মুরগি ভর্তি যে গাড়িতে লুটপাট চালানো হয়েছে, তাতে মুরগি ছিল ৫০০টি, যার আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।ঠিক কী ধরা পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওটিতে।দেখা যাচ্ছে, ঘন কুয়াশায় ঢাকা আগ্রার এক্সপ্রেসওয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়া বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই গাড়িটির মধ্যে একটি ব্রয়লার মুরগিভর্তি ট্রাকও রয়েছে। সেই ট্রাক থেকে মুরগি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সবাই। সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয়, এই দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। অথচ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ নেই কারোর।ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, মুরগিগুলি চুরি করতে কেউ কেউ বস্তা নিয়ে এসেছেন, আবার কেউ কেউ মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কে মারা গেল, কে বাঁচল, সেবিষয়ে কারো কোনও খেয়াল নেই।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

পোষ মেলা নলেজ সিটিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে পৌষ মেলা হবে তার প্রস্তুতি চলছে সে কথা জানিয়ে নলেজ সিটির কর্মকর্তারা। নলেজসিটি প্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতনের আদলে প্রকৃতির কোলে আয়োজিত হতে চলেছে পৌষ মেলা ২০২৪। এই পৌষ মেলা উপলক্ষে নলেজসিটি প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠবে নৃত্য, সঙ্গীত, কবিতা, নাটক, ভাষ্যপাঠ, গুণী মানুষদের প্রতিভার বিচ্ছুরণে। আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন ডঃ পবিত্র সরকার (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ), প্রতুল মুখোপাধ্যায় (বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী), অশোক মুখোপাধ্যায় (বিশিষ্ট অভিনেতা), ডাঃ বাসুদেব মুখার্জী, সোনালী কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গ, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখরা। জানুয়ারি মাসের ৩ থেকে ৭ তারিখ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে মেলার দিনগুলি। মেলার প্রথম দিনে নজরুলগীতির বিকৃত সুরের প্রতিবাদে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে এবং সোনাঝুড়ি মঞ্চে কবি নজরুল ইসলামের স্মরণে পালিত হবে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গ্রেপ্তার কুখ্যাত 'বোমা মৌলানা

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে গ্রেপ্তার কুখ্যাত 'বোমা মৌলানা' ওরফে মুকিত হুসেন। এখনও পর্যন্ত দেশে অন্তত ৫০০ বোমা সরবরাহ করেছে সে। বিভিন্ন নাশকতায় ব্যবহার করা হয়েছে ওই বোমা বিশেষজ্ঞের তৈরি বিস্ফোরক। জেরায় সে স্বীকার করেছে, তারেক জিয়ার নির্দেশেই কাজ করছিল সে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মুকিত ওরফে বোমা মৌলানা ডিবিকে জানিয়েছে, প্রতিটি যানবাহনে আগুন দেওয়ার জন্য দুষ্কৃতীদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া বিস্ফোরণ ঘটানো ও মশাল মিছিলের জন্য ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় মহানগর যুবদলের পক্ষ থেকে। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রায় ৬-৭ হাজার লোকের মিছিলে নেতৃত্ব দেয় বোমা মৌলানা।জানা গিয়েছে, কমপক্ষে ৫০০ বোমা বানিয়ে সরবরাহ করেছে 'বোমা মৌলানা'।ঢাকা মহানগর দায়রা বিচারক আদালত প্রাঙ্গণে ককটেল হামলার মূলচক্রী এই বোমা মৌলানা। সোমবার রাজধানীর চকবাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। জেরায় সে স্বীকার করেছে, বিএনপির হয়ে বোমা তৈরির করছিল সে। এই বিষয়ে ডিবি জানিয়েছে, বোমা মৌলানা গত ২৭ অক্টোবর থেকে গত ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গানপাউডার সংগ্রহ করে প্রায় ৪০০ বোমা তৈরি করেছে। এই সব বোমা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হত। বোমা বানাতে গানপাউডার সাপ্লাই করতেন বিএনপিরই যুবদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। নাশকতা কিংবা আগুন দেওয়ার যে কোনও ছবি লন্ডনে তারেক রহমানের কাছে পাঠানো হলে তাদের পুরস্কৃত করা হত। বোমা মাওলানার সরবরাহ করা বোমার মধ্যে একটি দিয়ে ঢাকা মহানগর দায়রা আদালত প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। মঙ্গলবার ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মহম্মদ হারুন অর রশিদ। তিনি বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরে মুকিত হোসাইন ওরফে বোমা মৌলানাকে খুঁজছিলাম। তবে সবাই তাঁকে ডাকে বোমা মৌলানা নামে। একসময় সে আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে ছাত্রদল ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়।' ২০১৩-১৪ সালে বোমা বানাতে গিয়ে বোমা মৌলানা ডান হাতের কবজি উড়ে যায়। এর পর থেকে তার নাম হয় বোমা মৌলানা। দলীয় আনুগত্য এবং উগ্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তাকে মহানগর দক্ষিণ যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করেন স্বয়ং তারেক রহমান। ঢাকা মহানগর বিচারক কোর্ট প্রাঙ্গণে যে বোমা বিস্ফোরণটি হয়েছিল তার মূলচক্রী ছিল বোমা মৌলানা।

ভারতীয় জিনিয়াস অনুসন্ধান

মেধাবী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প

সুবীর সেন, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ভারতীয় জিনিয়াস অনুসন্ধান একটি মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষামূলক উদ্যোগের অধীনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আজ এক আলাপচারিতায় সংগঠনের প্রধান ওম সহায় এ তথ্য জানান।তিনি জানান, এই প্রতিযোগিতার আওতায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতা উদীয়মান প্রতিভাদের জন্য তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং একাডেমিক দক্ষতা প্রদর্শনের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। মিঃ সহায়ের মতে, এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

নির্দোষ কাউকে বলি দেবেন না', ডিজি রাজীব কুমারকে শুভেচ্ছা জানিয়েও 'খোঁচা' কুণালের

কুণাল সরব।তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বললেন, 'রাজীব কুমার দক্ষ পুলিশকর্তা। মাঝখানে কিছু ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছিল। আমার সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমিও সৌজন্য বিনিময় করি, উনিও সৌজন্য বিনিময় করেন। উনি ডিজির পদে এসেছেন। খুব ভালো খবর। ভালো করে কাজ করুন। শুধু দেখবেন আমার মতো কোনও নির্দোষকে যেন কার না কার নির্দেশে বলি দিতে যাবেন না। তাহলে কিন্তু তার পরের দিনগুলো ভগবান ভালো দেন না।'রাজীব কুমার এবং কুণাল ঘোষের সম্পর্কের সমীকরণ কোনওদিনই মসৃণ ছিল না। বরং বলা ভালো, রাজীবকে বরাবরই শত্রু হিসাবেই দেখেন কুণাল । সারদা মামলা চলাকালীন কুণালকে দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছিল। এমনকী জেলে তাঁকে অত্যাচারের সম্মুখীন হতেন হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন কুণাল। আর তিনি মনে করেন এ সবের নেপথ্যে ছিলেন কলকাতার ততকালীন পুলিশ কমিশনার রাজীব। প্রশাসনের শীর্ষ কোনও ব্যক্তিত্বের অঙ্গুলিহেলনেই রাজীব তাঁর উপর নির্যাতন করাতেন বলে মনে করেন কুণাল।

১-ম পাতার পর

রাজীব কুমার 'রিটার্ন গিফট' পেয়েছেন, দাবি শুভেন্দুর

ডিভাইস, ফোন কলের রেকর্ড নষ্ট করেছেন রাজীব কুমার। ওই তথ্যগুলি যদি সিবিআই তখন পেত, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন জেলে থাকতেন, সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন সারদার সবথেকে বড় বেনফিশিয়ারি, এটা সবাই জানে।"বিরোধী দলনেতার আরও সংযোজন, "যিনি মূল বেনিফিশিয়ারি, তিনি বাইরে আছেন শুধু রাজীব কুমারের জন্য। সেই জন্য এক শীতের সন্ধেয় তিনি ধর্মতলায় সারা রাত ধরে ধরনা দিয়েছিলেন, এই আইপিএস অফিসারের গ্রেফতার আটকাতে। তাই স্বাভাবিকভাবে এটা রিটার্ন গিফট । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাইরে রাখার জন্য, তিনি রিটার্ন গিফট দিলেন রাজীব কুমারকে।"

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(সপ্তম পর্ব)

মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের

ক্রমশঃ

শ্রীমদ ভাগবত কথার সংগঠন

মীনাক্ষী চৌধুরী, সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : রাজধানী দিল্লির নিউ অশোকনগর এলাকায় ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বিশাল শ্রীমদ ভাগবত কথার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক কমিটির সদস্য রবি সিংয়ের মতে, এ বছরও বৃন্দাবনের বিখ্যাত গল্পকার শ্রী রাম দাস জি মহারাজকে গল্প পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যিনি প্রতিদিন মানুষকে গীতার সারমর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন।১ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানে, বিশাল ভান্ডারের আয়োজন করা হয়েছে।

গত দুই দশক ধরে গল্প বলার ক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রী রাম দাস আলাপচারিতায় বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় জীবনের মর্ম নিহিত রয়েছে, তাই গীতার প্রতি মানুষের কৌতূহল সারা বিশ্বে বেড়েছে। সনাতন ধর্মকে শক্তি দেয়।

২ পাতার পর

মাত্র ৮৪ সেকেন্ড! রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় একটুও এদিক-ওদিক চলবে না

সেকেন্ডে। ১২টা বেজে ২০ মিনিট ৩২ সেকেন্ড পর্যন্ত এই 'মুহূর্ত' স্থায়ী হবে। মাঝের ৮৪ সেকেন্ড বা ১ মিনিট ২৪ সেকেন্ড সময়েই রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। এর আগে, অযোধ্যা রাম মন্দির প্রাঙ্গনে হবে হোম-যজ্ঞ, চতুর্বেদ পাঠ। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলবে বিভিন্ন বৈদিক আচার। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, রামলালার প্রথম আরতী করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রাণ প্রতিষ্ঠার ওই ৮৪ সেকেন্ড, পঞ্চবানের প্রভাব মুক্ত বলে জানিয়েছেন পণ্ডিতরা। এই মুহূর্তের ১৬টি গুণের ১০টিই ভাল বলে জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা বলছেন, এটা অভিজিত মুহূর্ত। এই সময় কোনও দেশ বা রাষ্ট্রের বৃদ্ধির সময় বলে বিবেচনা করা হয়। কাশির পণ্ডিতদের মতে, এই পবিত্র মুহূর্ত অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত সম্বৃদ্ধশালী। তাঁদের মতে, এই সময়ে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। শুধু কাশির পণ্ডিতরাই নন, সারা দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও জ্যোতিষীরাও এই সময়কেই সবথেকে পবিত্র বলে মনে করছেন।

২ পাতার পর

ভারতীয় জিনিয়াস অনুসন্ধান মেধাবী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প

বিজয়ীদের অত্যাধুনিক ল্যাপটপ এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। উপরন্তু, এই চ্যাম্পিয়নদের উগওঞ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে, যা একটি উদ্ভাবনী মূল্যায়ন।

শ্রী সহায় বলেছেন যে এর উদ্দেশ্য হল তাদের সহজাত শক্তি এবং প্রতিভা তুলে ধরা এবং বোঝা। এই পরীক্ষা আরও ব্যক্তিগত এবং শিক্ষাগত উন্নয়নের পথ হিসাবে কাজ করবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শ্রী সহায় বলেছেন যে ভারতীয় জিনিয়াস অনুসন্ধান বৃত্তি প্রতিযোগিতা একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছে যা প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বিকাশকে উৎসাহিত করে।

এই প্রতিযোগিতার কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১) এই পরীক্ষায় হিন্দি, ইংরেজি, গণিত এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মতো যেকোনো একটি বিষয় থেকে প্রশ্ন করা যাবে।

২) এই পরীক্ষায় প্রশ্ন সমাধানের জন্য বরাদ্দ সময় হবে ২৫ মিনিট।

৩) এই পরীক্ষায় কোন ওভাররাইটিং বৈধ হবে না।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিজয়ী হবেন যাদের এটি অনুসরণ করতে হবে।

১) প্রথম শ্রেণীতে - যারা ১৫ মিনিট থেকে ১৮ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেবে তারা প্রথম শ্রেণীতে আসবে। এই শিশুদের একটি ল্যাপটপ, একটি শংসাপত্র, একটি পদক এবং ওএঝ থেকে উগওঞ পরীক্ষা দেওয়া হবে।

২) দ্বিতীয় বিভাগে - সমস্ত শিশু যারা ১৮ মিনিট থেকে ২২ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেবে তারা দ্বিতীয় বিভাগে আসবে। এই শিশুদের একটি কম্পিউটার সেট, একটি সার্টিফিকেট, একটি মেডেল এবং আইজিএস থেকে ডিএমআইটি পরীক্ষা দেওয়া হবে।

৩) তৃতীয় বিভাগে - ২২ মিনিট থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যে যে সমস্ত শিশু প্রশ্নের উত্তর দেবে তারা তৃতীয় বিভাগে আসবে। এই সমস্ত শিশুদের একটি ট্যাব, একটি শংসাপত্র, একটি পদক এবং IGS থেকে DMIT পরীক্ষা দেওয়া হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১১ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সমাজমাধ্যমে যাঁরা দলের হয়ে প্রচার করেন মঙ্গলবার তাঁদের 'সাইবার যোদ্ধা' বলে সম্বোধন করেন শাহ

বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি শাখার বৈঠকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিলেন অমিত শাহ। রাজ্য ও জেলা স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি এবং সমাজমাধ্যম পরিচালনা করেন যে কর্মীরা, মঙ্গলবার জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে তাঁদের ডাকা হয়েছিল।মঙ্গলবার ওই মঞ্চে বক্তৃতা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাও। তিনি অবশ্য তৃণমূলকে আক্রমণের দিকে বিশেষ যাননি। বরং, কী ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার করা যায় সেই পরামর্শ দেন। তবে মঙ্গলবারের সভায় খানিক গোলমালও হয়। এই ধরনের কর্মসূচি ২০২১ সালেও হয়েছিল কলকাতায়। সে বার শাহ বক্তৃতা করেন সায়েন্স সিটি সভাকক্ষে। কিন্তু এ বার আসন ভরানো যাবে কি না সেই ভাবনা থেকে বিজেপি অপেক্ষাকৃত ছোট সভাকক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু কলকাতার দলীয় কর্মীরা আগে থেকেই আসন দখল করায় দূর জেলা থেকে আসা আমন্ত্রিতদের অনেকেই সভায় ঢুকতে পারেননি। তাঁরা খাবারও পাননি বলে অভিযোগ ওঠে। তবে দিনের শেষে শাহের বার্তা পেয়ে খুশি বিজেপি তথ্য প্রযুক্তি শাখার সদস্যেরা। এই সভার পরেই শাহ ও নড্ডা নিউ টাউনের একটি হোটেলে চলে যান। সেখানে গিয়ে সুকান্ত এবং শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে বসেন তাঁরা। দীর্ঘ ক্ষণ চলে ওই বৈঠক। রাতে সাড়ে ১০টার পর বৈঠক শেষে কলকাতা বিমানবন্দরের দিকে রওনা দেন শাহ।পাশাপাশি, ডাক পেয়েছিলেন সরাসরি বিজেপি না করলেও ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা গেরুয়া শিবিরের হয়ে প্রচার করেন তাঁরাও। ওই সভাতেই 'ভাইপো'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কবে নেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন শাহ। তিনি প্রশ্নের জবাবও দেন। সভাঘরে ওঠা প্রশ্নের জবাব দিয়ে অনেক হাততালিও পান শাহ। আর শাহি-বক্তৃতার মাঝেই বারংবার 'মমতা চোর' বলে স্লোগান তুললেন মঞ্চে বসে থাকা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, 'ভাইপো' বলতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বিজেপি ইঙ্গিত করে থাকে। শুভেন্দু যখন একনাগাড়ে 'ভাইপো' বলে আক্রমণ করতে শুরু করেন, তখনই অভিষেক নিজে এক বার বলেছিলেন যে, "ওঁরা আমার নাম নিতে ভয় পায়। তাই ভাইপো বলে।"

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে শাহ তাঁর বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতাদের নাম বলতে থাকেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকদের নাম বলার পরেই কর্মীদের দিক থেকে 'ভাইপোর কী হবে' প্রশ্ন ছুটে আসে শাহের দিকে। এর পরেই শাহ হাসতে হাসতে বলেন, "আমি যাঁরা গ্রেফতার হয়ে গিয়েছেন তাঁদের নাম বললাম। যাঁরা গ্রেফতার হবেন তাঁদের নাম তো বলিনি।" এর পরেই তুমুল হাততালিতে ফেটে পড়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের সভাগৃহ। তবে তার আগে থেকেই শুভেন্দু মাঝে মাঝেই 'মমতা চোর' স্লোগান তুলতে থাকেন। এক বার শাহকে বক্তৃতা বন্ধও করে দিতে হয়। শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতেও দেখা যায় শাহকে।সমাজমাধ্যমে যাঁরা দলের হয়ে প্রচার করেন মঙ্গলবার তাঁদের 'সাইবার যোদ্ধা' বলে সম্বোধন করেন শাহ। তিনি বলেন, "বাংলার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। দিদি যাই করুন না কেন, বাংলায় বিজেপির জয় নিশ্চিত।" আগে তিনি রাজ্য নেতাদের ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বলেন, "বাংলায় এ বার ৩৫-এর বেশি আসনে জয় পাবে বিজেপি।" সমাজমাধ্যমই নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারবে বলে জানিয়ে শাহ বলেন, "২০১৫ সালে দিদি আমাকে আর বিজেপিকে হালকা ভাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বিজেপি কেমন।" শাহ দাবি করেন, বিজেপির জন্মলগ্ন থেকে সবচেয়ে বেশি কর্মী শহিদ হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গেই। বাংলা থেকে ৩৫ আসনের বেশি দিলে 'মোদীজি সোনার বাংলা' গড়ে দেবেন বলেও জানান শাহ। লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বাংলাতেও বিজেপির জয় নিশ্চিত।শাহের বক্তৃতায় উঠে আসে বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গও। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শাহ বলেন, "এক জন সাংসদ লিপস্টিক, ব্যাগ, চপ্পল পাওয়ার জন্য বিদেশিকে সাংসদের গোপন পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে পারেন আর দিদি চুপ। তার মানে আপনি কাকে সমর্থন করেন তা স্পষ্ট।" একই সঙ্গে শাহ বাংলায় সব কাজেই কাটমানির গল্প থাকে বলে উল্লেখ করে উপস্থিত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন "এই টাকা কোথায় যায়?" এই সময়ে কর্মীরা তৃণমূল নেতাদের নাম বলতে থাকলে শুভেন্দু চিতকার করে বলেন, "মমতা চোর, মমতা চোর।" বক্তৃতা থামিয়ে দেন শাহ। গোটা সভাকক্ষে তখন শুভেন্দুর তোলা স্লোগানের অনুরণন চলতে থাকে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আন্তঃধর্মীয় জ্ঞানচর্চা রুদ্ধ হলে এক ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায় এবং এ থেকেই জন্ম নেয় ধর্মীয় মৌলবাদ। এটা ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায়, ধীরে ধীরে এটা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকিও। সরস্বতী পূজাকে তাই আমি শুধুই দেবীর আরাধনা হিসেবে দেখতে চাই না; দেখি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তঃধর্মীয় জ্ঞানচর্চা ও সম্প্রীতি শিক্ষার অনুষ্ঠান হিসেবে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কনকনে শীতে খেজুর রস ও সুস্বাদু পিঠা বাংলার প্রধান উৎসব বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

কবর পর্যন্ত চলে যায়।এদিকে চাষীরা দিনের বেশির ভাগ সময় কাটান এগাছে হতে সে গাছে। মাটিতে পা ফেলার ফুরসতটুকুও পায় না অভাবী এই মানুষগুলো। শীত আসা মাত্রই খেজুর গাছওতোলার জন্য অনেক আগে থেকেই সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করে। খেজুর গাছ বিশেষ কায়দায় কাটতে হয়। আর এই গাছ গুলো কাটে যারা তাদেরকে 'গাছি' বলা হয়। তারা নানা উপকরণ সমন্বয়ে গাছি নাম ধারি মানুষ পরিচ্ছন্ন ভাবেই গাছ কাটার জন্য ব্যস্ত হয়ে যান। গাছগুলো কাটতে যেন ব্যবহার করেন দা, দড়ি, একটুকরো চামড়া এবং পুরনো বস্তা আবার দা রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি থলি কিংবা ঝাঁপি। সে ঝাঁপি গাছিরা রশি দিয়ে খুব যত্নে দা রেখে এ গাছ হতে সে গাছে উঠা, নামা করে সুবিধা পায়। আবার কোমরে বেশ কিছু চামড়া বা বস্তা বেঁধে নেয়, যেন গাছে উঠা নামাতে কোন প্রকার সমস্যা না। গাছ কাটার জন্যে 'গাছি' শরীরের ভারসাম্য রক্ষার সময়েই কোমর বরাবর গাছের সাথে দড়ি বেঁধে নেয়। দড়িটা বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়। এ দড়ির দুমাথায় বিশেষ কায়দায় গিট দেওয়া থাকে। গাছে উঠার সময়ে 'গাছিরা' অতি সহজে মুহূর্তের মধ্যে গিঁট দুটি জুড়ে দিয়ে নিজের নিরাপদ জন্যেই গাছে উঠার ব্যবস্থা করে নেয়।রস জ্বাল দিতে যে পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়, তা পাওয়া যায় না। এমন আক্ষেপে চাষীদের বউ'রা ঝগড়া করলেও চালের আটায় তৈরি ভাপা পিঠা খেজুরের গাঢ় রসে ভিজিয়ে খাওয়ার পরপরই যেন সব রাগ মাটি হয়ে যায়। আবার কখনও সখনও চাষীর বউকে এক প্রকার সান্তনা দিয়ে বলে, অভাবের সংসারে যা আছে তা দিয়ে এই পেশা চালাতে হবে, না হলে বাঁচবো কি করে। বছরে ৫ মাস ধরেই তো খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করা হয় আর তার খড়কুটার জ্বালানিতেই 'গুড়' বানিয়ে বাজারে বিক্রি হয়। 'বউ' আবার মুচকি হাসি দিয়েই বলে, সংসার যা চলছে তা তো একরকম ভালোই কিন্তু মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবনা-চিন্তা আছে। তার তো বয়স হয়েছে,- বিয়ে না দিলে হবে। এ কথাও চলে আসে খেজুর গাছির ছোট্ট পরিবারে। চাষীদের এমন পারিবারিক খেয়ালও রাখতে হয় খেজুর গাছের বসকে ঘিরে। তবে আরও পরিশ্রম বা কষ্ট করার দরকার পড়ে। এক চাষী বলেই বসে সামনের শীতে ইচ্ছা আছে,- আরো কিছু খেজুর গাছ বর্গা নিলেই মেয়ের বিয়ের কিছু টাকা হাতে আসবে। এই কথা গুলো সচরাচর শুনা না গেলেও এক চাষীর কণ্ঠে বেজে ওঠে। চাষীরা আদরের বিবাহিত মেয়েদের জামাইকে দাওয়াত দিয়ে "খেজুর রসের সুস্বাদু পিঠা পায়েস" তৈরীর বিভিন্ন আয়োজনের কথা এখানে না আনলেই নয়। শীতকালীন গ্রাম বাংলায় খেজুর রসের সুস্বাদু পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পাশা পাশি ঘরে ঘরেও জামাই মেয়েদের নিয়েই যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় করে। চাষীদের "মেয়ে এবং বউ ঝিয়েরা কনকনে শীতে গীত গেয়ে খেজুরের রস বা গুড় তৈরি করে। আবার মেয়ে জামাইকে কাছে পেয়ে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, বিকাল বা সন্ধ্যার মনোরম পরিবেশ উপভোগের পাশা পাশি পিঠা তৈরি করে। এ যেন একটি চমৎকার দৃশ্যপট যাকে শৈল্পিক উপাখ্যান বললেও ভুল হবে না।শীতের সকালে 'রস বা পাটালি গুড়' তৈরীতে জ্বালানীর পাশে বসে বা মোটা লেপ মুড়ি দিয়ে চিড়া, মুড়ির মোয়া খাওয়ার নানন্দনিক পরিবেশটা যেন গ্রামাঞ্চলের চাষীর সনাতনী ইতিহাস ঐতিহ্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ মেয়ে জামাই 'মজার মজার গল্পে মশগুল' থাকে। শীত কালীন উপাদেয় খাবার খেজুরের রস সংগ্রহে- ব্যস্ত চাষীরাও এ গাছ হতে ওগাছে খেজুর রস সংগ্রহে শীত কাঁপানি কণ্ঠে গান ধরে। রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের গুড় এবং সেই গুড় গুলো মুলত পাটালি গুড় ও ঝোলা গুড়। এসব গুড়গুলো বিভিন্নভাবে খাওয়া হয়। শীতের খেজুর গাছের রস থেকে যে গুড় তৈরি তা দিয়েই- "দুধের পিঠা, পুলি পিঠা, সেম পিঠা" আরো কত কিযে পিঠা তৈরী হয় তা না খেলে একে বারে জীবনই বৃথা। পাটালি গুড় দিয়ে মুড়ির মোয়া খাওয়া ও ঝোলা গুড়ের সঙ্গে মচমচে মুড়ি খাওয়ার পরিবেশ শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছে গেলেই দেখা যাবে। এমনিতেই তারা খেজুর গুড় গ্রামের অনেকেই খায়। তবে শীত কালের 'খেজুর রসের' বিভিন্ন তৈরিকৃত রসেরপিঠার স্বাদ ভুলা যায় না। খেজুর রসের গুড় থেকে যে প্রচলিত সন্দেশ হয় তার স্বাদ অপূর্ব। শখ করে অনেক চাষিরা 'চা' খাওয়ার নেশায় ঘরে ঘরেই 'চা' বানিয়ে এই খেজুর গুড়কে উপজীব্য করে নেয়।শীত তার বিচিত্র রূপ বৈচিত্র্য এবং রস নিয়ে হাজির হয় গ্রাম বাংলায়। নবান্ন উৎসব কিংবা শীতের পিঠা পায়েশ তৈরির 'উৎসবটা' শীতে ঘটা করেই হয়। শীতের চিরায়ত যা কিছু সৃষ্টি কিংবা নিয়ামত, তা উপলব্ধি করতে চাইলে অবশ্য গ্রামে যেতে হবে। আজো গ্রামাঞ্চলে শীত কালীন উৎসবের পাশা পাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রেও নিরবতার অস্তিত্ব বড়ই আনন্দদায়ক। বাংলাদেশের 'গ্রাম' সৌন্দর্য মন্ডিত ষড়ঋতুর ছোঁয়ায় শীত কাল এক ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে এই খেজুর গাছ। তাই আশ্বিনের শুরু থেকেই চাষীরা খেজুর গাছ তোলা এবং পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই উপযুক্ত সময় তারা নির্ধারণ করে মাঘের 'বাঘা শীতে' গুড় বিক্রিয় এবং তৈরীর প্রক্রিয়া যেন শেষ হয়। তাদের প্রক্রিয়াজাত 'খেজুর গুড়, পাটালি এবং রস সারা বছর সংগ্রহ করে রাখে,' কোন কোন গ্রামের গৃহস্থ পরিবার অন্যান্য ঋতুতেই ব্যবহার করে। গ্রামের বাজার গুলোতেও জমজমাট হয়ে ওঠে খেজুর রস এবং গুড়ে। প্রকৃত পক্ষেই শীতে উৎসব মুখর হয়ে উঠে গ্রাম বাংলা। জলাভূমি কিংবা কিছু পাহাড়ি ভূমি বাদে এদেশের এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে খেজুর গাছ জন্মে না। তবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমা অঞ্চলে 'খেজুর গুড়' বাণিজ্যিক ভাবেই উৎপাদিত হয়।তবেই খেজুরগাছ কাটার জন্য গাছের মাথার এক দিকের যেন শাখা কেটে চেঁছে পরিষ্কার করে সেই কাটা অংশের নিচ বরাবর দু'টি খাঁজ কাটার প্রয়োজন মনে করে। সে খাঁজ থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচেই একটি সরু পথ বের করা হয়। এই সরু পথের নিচে বাঁশের তৈরি নলী বসানো হয়। এই নলী বেয়ে 'হাড়িতে রস' পড়ে। নলীর পাশে বাঁশের তৈরি খিল বসানো হয়। সেই খিলেই মাটির হাড়ি টাঙিয়ে রাখে এবং বিকেল বেলা থেকে "হাড়িতে রস জমা" হতে হতেই সারা রাতে হাড়ি গুলো পরিপূর্ণ হয়। নতুন গাছগুলোকে কাটার পর 'দুই তিন দিন রস' পাওয়া যায়। প্রথম দিনের রসকে বলে জিরান কাট। জিরান কাট রস খুবই সুস্বাদু। ১ম দিনের রস থেকে ভালো পাটালি গুড় তৈরি হয়। ২য় দিনের রসকে বলে দোকাট। তৃতীয় দিনের রসকেই বলে তেকাট। রসের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখকে নিয়ে যা বললেন সানি

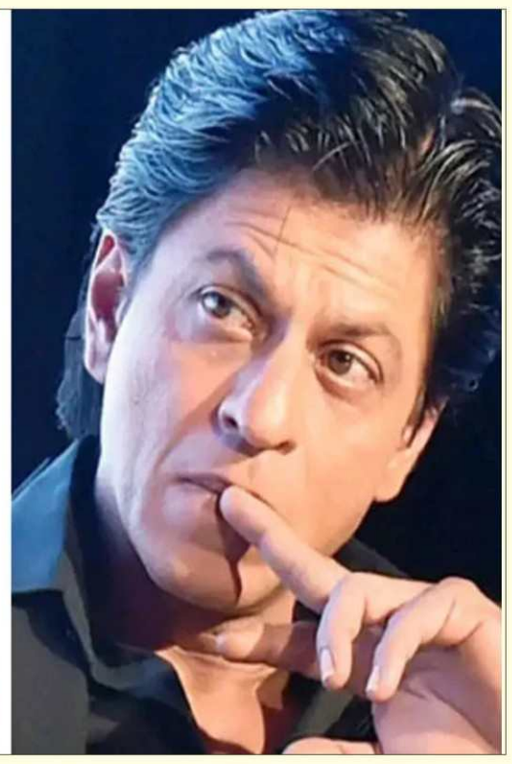

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সময়ের সঙ্গে কোনও কোনও সম্পর্কের তিক্ততা কমে। শাহরুখ খান এবং সানি দেওলের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছে। ১৯৯৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডর' সিনেমায় প্রথম তাদের একসঙ্গে দেখেন দর্শক। কিন্তু শোনা যায়, এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে কাজ করে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সানির। ফলে তার পর থেকে তারা আর কখনও একসঙ্গে কাজ করেননি। রবিবার মুক্তির তিন দশক পূর্ণ করল যশ চোপড়া পরিচালিত ছবি 'ডর'। তার আগে শাহরুখ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সানি।

উল্লেখ্য, 'গদার ২' ছবির সাকসেস পার্টিতে শাহরুখ এবং সানিকে একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে সানি বলেন, 'আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। মনে আছে, ওর সঙ্গে আমার যখন কথা হয়, তখন ও দুবাইয়ে 'জওয়ান'-এর প্রচারে ব্যস্ত। ভেবেছিলাম, ও আসবে না। কিন্তু ওখান থেকে ও সরাসরি এসেছিল।' এরই সঙ্গে সানি বলেন, 'খুব অল্প সময়ের জন্যই ও এসেছিল। তার পর ওর সঙ্গে আর দেখা করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সুযোগ পেলে খুব ভাল লাগবে।'

সানি নিজেও বিশ্বাস করেন, সময়ের সঙ্গে সব ক্ষত সেরে যায়। নাম না করেই তিনি বলেন, 'অল্প বয়সে সব কিছু অন্য রকম থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে আমরা আরও পরিণত হই এবং জীবনের গুরুত্ব বুঝতে পারি।'

শুধু শাহরুখ নয়, সালমান খান প্রসঙ্গেও খোলা মনে কথা বলেছেন সানি। তার কথায়, 'ওর সঙ্গে সে বার গোয়ায় দেখা হয়েছিল। প্রচুর আড্ডা দিয়েছি। আমরা এক সঙ্গে কাজ করার কথাও ভেবেছি।' এরই সঙ্গে সানি জানান, এক বার সালমান তাকে ফোন করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং বলেন যে, তিনি সানিকে প্রচণ্ড ভালবাসেন।

এর পর আমির খান প্রযোজিত 'লাহোর' ছবিতে অভিনয় করবেন সানি। ১৯৪৭-এর দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তৈরি হচ্ছে ছবিটি। 'গদার ২'-এর পার্টিতেই যে এই ছবির বীজ পোঁতা ছিল, সে কথাও জানান সানি। তার কথায়, 'পরের দিন আমিরের সঙ্গে সঙ্গে দেখা করে এই ছবিটা নিয়ে আলোচনা করি। ঈশ্বরের সত্যিই অশেষ কৃপা।'

সুপারমডেল হওয়ার জন্য কাকে অনুসরণ করতেন ক্যাটরিনা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হংকং থেকে মুম্বাই- জার্নিটা সহজ ছিল না ক্যাটরিনা কইফের। কিশোরী বয়স থেকেই তার মডেল হওয়ার স্বপ্ন। প্রথম মডেলিংয়ের কাজ পেয়েছিলেন লন্ডনে। সেখানে একটি ফ্যাশন শোতে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা কাইজাদ গুস্তাদ তাকে "বুম" ছবি অফার করেন। বাণিজ্যিকভাবে সেই ছবি ব্যর্থ হলেও নজর কেড়েছিলেন ক্যাটরিনা। এরপর তিনি ভারতে থাকার পরিকল্পনা করেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অএই ভিনেত্রী জানিয়েছেন, সেই সময়ে তিনি মধু সাপ্রে, লক্ষ্মী মেনন এবং মালাইকা আরোরাকে অনুসরণ করতেন। মডেলিংয়ে সফল হওয়ার পরেই অভিনয়ে মন দেন তিনি। তার হিন্দি দুর্বল ছিল। প্রথমে তেলুগু ছবি "মল্লিশ্বরী"-তে কাজ করেন তিনি। বলিউডে সাফল্যের মুখ দেখেন রোমান্টিক কমেডি "ম্যায়নে পেয়ার কিউ কিয়া" দিয়ে। সেই ছবিতে তিনি সালমান খানের বিপরীতে সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর অক্ষয় কুমারের বিপরীতে "নামাস্তে লন্ডন"। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি অভিনেত্রীকে। একের পর এক হিট ছবি দিয়েছেন তিনি। কাজ করেছেন বলিউডের তিন খানের সঙ্গেই।

নায়িকার সেই সাক্ষাৎকার সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়ার পরেই নেটপাড়ায় শোরগোল। ক্যাটরিনা এবং মালাইকার পছন্দও নাকি এক। দুইজনেই সালমান খানের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এক সময়ে। কয়েক বছর আগেই আরবাজ খানের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় মালাইকার। অন্যদিকে ভাইজানের সঙ্গে ব্রেকআপের পরে ভিকি কৌশলের সঙ্গে চুটিয়ে সংসার করছেন ক্যাটরিনা।

অনুপম তো দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, কই তাকে তো ট্রল করা হলো না : স্বস্তিকা

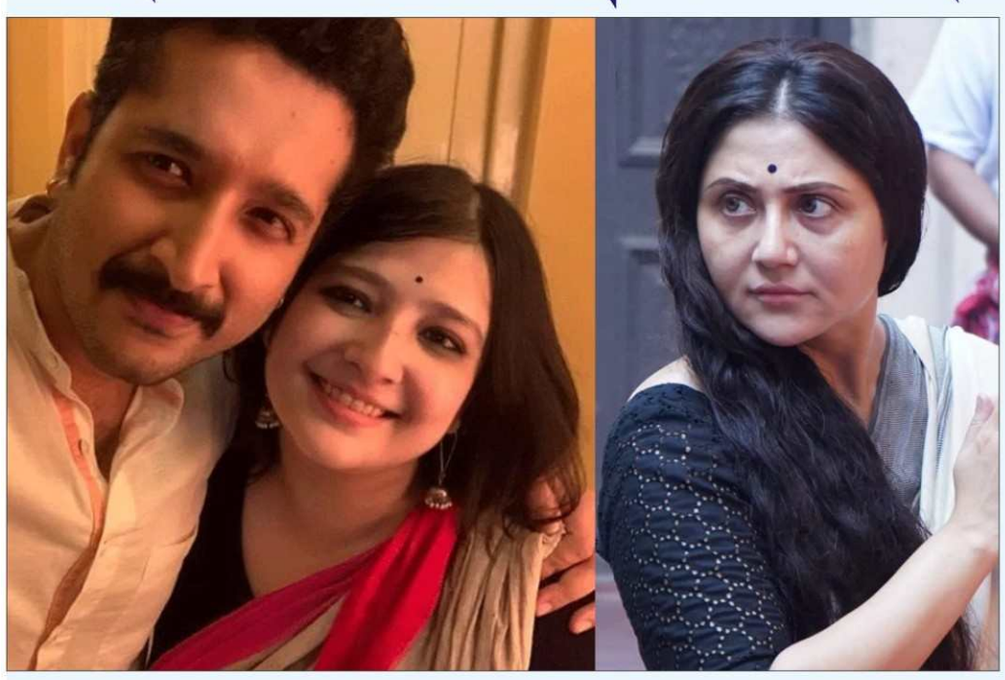

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি সময়ে আলোচিত পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তীরবিয়ে নিয়ে এবার মুখ খুললেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। মূলত ১৫ বছর আগে পরমব্রতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অভিনেত্রীর। সেই সম্পর্ক নিয়ে দেড় দশক পরে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় স্বস্তিকাকে। সম্প্রতি পরমব্রত বিয়ের করার পরে সবচেয়ে বেশি ট্রলের শিকার হন স্বস্তিকা। এই নিয়ে সম্প্রতি কলকাতার গণমাধ্যম 'সংবাদ প্রতিদিনে' খোলাখুলি কথা বলেন।

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরম-পিয়ার ট্রলিংয়ের মধ্যে আমাকেও...পরমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ১৫ বছর হয়ে গেছে। ১৫ বছরে লোকে মরে গেলে পুনর্জন্ম হয়ে যায়। ওই সময়ে মানুষের বিয়ে হলে বাচ্চা হলে তাঁদের সন্তানদের স্কুল শেষ হয়ে যাবে। এখন একজন যে বয়সে বিয়ে করুক, যাঁকে বিয়ে করুক তাঁর ১৫ বছর আগের সম্পর্ক টেনে সেটা ক্লিক বিট করে ইউজ করাটা খুবই বোকার মতো কাজ।'

ফেসবুকে এখন তারকাদের নানা রকম ট্রলিংয়ে শিকার হতে হয়। যেকোনো বিষয় পেলেই অনেকেই না বুঝেই সেটাকে ট্রল করেন। এতে বিব্রত হতে হয় তারকাদের। এসব প্রসঙ্গে সামনে এনে স্বস্তিকা বলেন, 'পাড়ার কিছু ট্রিপিকাল জেঠিমারা থাকত, যারা সবাইকে নিয়ে নিন্দা করত, সবার হাঁড়ির খবর নিয়ে চর্চা করত। এখন পুরো ফেসবুকটা পাড়ার জেঠিমাতে ভরে গেছে। তারা সারাক্ষণ সবকিছু নিয়ে মন্তব্য করে।'

স্বস্তিকাকে বেশির ভাগ সময়ই ফেসবুকে টার্গেট করা হয়। এটা নিয়ে এই অভিনেত্রী আগেও অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আফসোস সেই তুলনায় তাঁর কাজ নিয়ে কথা কিছুটা কম হয়। যদিও তার ক্যারিয়ারে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই অভিনেত্রী বলেন, 'আমার মনে হয় আমাকে টার্গেট করা হচ্ছে। অন্য কারও মনে হচ্ছে তাকেও করা হচ্ছে। এটা সবাইকে করা হয়। নারীদের বেশি করা হয়। পিয়া তো অনুপমের সেকেন্ড ওয়াইফ, কই অনুপমকে তো ট্রল করা হলো না। আমি সেই অর্থে বলছি, এটা যদি ব্যালান্স করা হয়, তাহলে দেখা যাবে ব্যবধান অনেক।'

এই স্বস্তিকা আরও বলেন, 'আমার খুবই অসহ্য লাগে, একটা মেয়ে সবই সময়ই কার বউ, কার সন্তান এটা কি তার পরিচয় হতে পারে নাকি। তার নিজের কাজের জায়গায় সে কি করেছে.... তুমি ট্রল করলে করো, একটু হোম ওয়ার্ক করে নাও। তাঁর কাজ নিয়ে লেখ। উনি এই এই কাজ করেছেন, একটা খুব খারাপ কাজ করেছেন, পরমকে বিয়ে করলেন। এভাবে কাজের কথা লিখে বিয়ে কথা বলুক। সেটা না বলে এক্স বউয়ের, প্রেজেন্ট বউয়ের এগুলো কি?'

তিনি বলেন, 'একটা সময় এমনও শুনেছি আমাকে নাকি গাঁজা খেয়ে রাস্তায় পরে থাকতে দেখেছে। আমি যদি গাঁজা খেয়েও থাকি, রাস্তায় পরে থাকার মতো সিচুয়েশন কোনো দিন হয়নি। হলে তো মিডিয়া সবার আগে স্ল্যাশ করত। এত বড় খবর তো কেউ ছেড়ে দিত না। চারটি রিলেশন ভেঙে গিয়েছে বলে, মেয়েদের যা বলে আরকি, সেগুলো শুনতে হয়েছে।'

শুধু তুই নয়, অনেকে কাজ নিয়েও অনেকে বলেছেন, একই ধরনের সিনেমায় অভিনয় করেছেন বলেই নাকি তিনি বাস্তবেও প্রতিবাদী সত্তা। এই জন্য অনেকেই এই অভিনেত্রীকে এটাও বলেন, তাকে সব সময়ই প্রতিবাদ করতে হবে। স্ট্রং থাকতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সব সময় নরম স্বভাবের।

রেখার যে কথায় কাঁদলেন অমিতাভ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই দশক পেরিয়ে গেলেও এখনও আপামর ভারতীয় দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় টিভি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'। যেখানে সঞ্চালক অমিতাভ বচ্চনের সাওয়াল-জবাবের মুখোমুখি হয়ে নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে বহু বলিউড তারকাকেও। তবে এবারের ঘটনা পুরোই ভিন্ন! সম্প্রতি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র মঞ্চেই বিগ বিকে আবেগপ্রবণ করে দিয়েছেন রেখা পান্ডে নামের এক প্রতিযোগী।

পিংক ভিলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রেখা পান্ডে অমিতাভপুত্র অভিষেক বচ্চনের জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিগ বির হাতে তা তুলে দিয়ে তাকে বলতে শোনা যায়, "আমি আপনার ছেলের খুব বড় ভক্ত। এটা আমার প্রিয় অভিষেক স্যরের জন্য। ওকে আমার খুব পছন্দ। অভিনেতা হিসেবে তিনি দারুণ। আমি আমার গোটা জীবনে অভিষেকের মতো আদর্শবাণ ছেলে দেখেনি।"

এখানেই শেষ নয়, ওই প্রতিযোগী 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র আগের এক পর্বের কথাও মনে করিয়ে দেন শাহেনশাকে। যেখানে জুনিয়র বচ্চনকে বাবা অমিতাভের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করতে শোনা যায়, "বাবা আমি কী রকম ছেলে?" যার উত্তরে বিগ বি বলেছিলেন, "তুমি এতটাই যোগ্য উত্তরসূরী যে আমার চেয়ারে বসতে পারো।" সেকথাই আবারও অমিতাভকে মনে করিয়ে দেন রেখা পাণ্ডে নামে ওই মহিলা প্রতিযোগী। যা শুনে অমিতাভ আবেগপ্রবণ হয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি।

চটলেন নেইমার,

ধুয়ে দিলেন গণমাধ্যমকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই মামলা হিসেবে নথিভুক্ত চটেছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নেইমার। ধুয়ে দিয়েছেন গণমাধ্যমকে। কিন্তু কেন?

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, ব্রাজিলিয়ান ইউটিউবার ও কৌতুক অভিনেতা হুইন্দেরসন নুনেসের সঙ্গে জেসিকা কানেদো নামে এক ছাত্রীর কথিত প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে একটি ভুয়া স্ক্রিনশট সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর তা নিয়ে ব্রাজিলের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম জোরালোভাবে সংবাদ প্রচার করে। তবে নুনেস ও কানেদো দুইজনেই শুরু থেকেই সম্পর্কের বিষয়টি অস্বীকার করে আসেন। তারা দাবি করেন, একে অপরকে চেনেন না, এমনকি কখনো দেখা হয়নি। এরপরও ব্রাজিলের বিনোদন সাংবাদিক রাফায়েল সুসা অলিভেইরা বিষয়টি নিয়ে তার ইনস্টাগ্রাম ও এক্স অ্যাকাউন্ট 'চোকেই'তে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এমন অসত্য ও ভিত্তিহীন সংবাদ এবং অনুষ্ঠান হয়তো সহজভাবে নিতে পারেননি ২২ বছর বয়সী জেসিকা কানেদো। শেষ পর্যন্ত ২৩ ডিসেম্বর তিনি আত্মহত্যা করেন। দেশটির সিভিল পুলিশও (তদন্তকারী রাজ্য পুলিশ) কানেদোর মৃত্যুকে সম্ভাব্য আত্মহত্যার মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেছে।

জেসিকার মৃত্যুর ঘটনা নেট-দুনিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়েছে, যা সমাজে মেয়েটির ব্যাপারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইউটিউবার নুনেস ও ছাত্রী কানেদোর কথিত প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে মুখরোচক সংবাদ ও কানেদোর মৃত্যুর খবর নেইমারের কানেও এসেছে। এ নিয়ে নিজ দেশের সংবাদমাধ্যমের ওপর বেজায় চটেছেন এই তারকা ফুটবলার।

নেইমার ২৪ ডিসেম্বর নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ক্ষোভ ঝেড়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিদ্বেষীদের উদ্দেশে বলছি। তোমরা যারা ঘৃণা ছড়াও, যারা নিজেদের সবজান্তা ও সত্যের অধিকারী মনে করো, যারা সাধু সেজে থাকো, যেন কখনো ভুল করো না; তাদের অভিনন্দন। তোমরা আরেকজনকে শিকার করেছ। তারা যা প্রকাশ করে, সেটার প্রতি খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আমি সত্যিই সেসব মানুষকে ঘৃণা করি, যারা নিজের পরিচয়ের আড়ালে অন্য কারও সম্পর্কে বাজে কথা বলে। (সত্যতা যাচাই না করেই) সবার আগে সংবাদ ছড়িয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা কারও জীবন শেষ করে দিতে পারে। সবাই মানসিকভাবে শক্ত নয়।'

প্রথম নারী রেফারি হিসেবে

ইতিহাসের পাতায় রেবেকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ ফুটবল লিগে ম্যাচ পরিচালনা করে প্রথম নারী রেফারি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন রেবেকা ওয়েলচ। তিনি ওয়েলচ ইংল্যান্ডের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় শহর ওয়াশিংটনের বাসিন্দা। ৪০ বছর বয়সী রেবেকা শনিবার বার্নলে ও ফুলহ্যামের মধ্যকার ম্যাচটি পরিচালনা করেন। ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির বার্নলে।

২০১০ সালে রেফারিং ক্যারিয়ার শুরু করার সময় রেবেকা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে (এনএইচএস) কর্মরত ছিলেন। ২০২১ সালে তিনি আনুষ্ঠানিক র‍্যাঙ্ক প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম নারী রেফারি হিসেবে কাজ করেছেন চ্যাম্পিয়নশীপ ও এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে। ভিটিনহোর বিপক্ষে তার একটি হ্যান্ডবলের সিদ্ধান্ত ভিএআর বাতিল করে দেয়। উভয় দলকেই বেশ কয়েকবার অ্যাডভান্টেজ দিয়ে তিনি পুরস্কৃত করেছেন। ২৫ মিনিটে জোস ব্রাউনহিল ফাউলের অপরাধে রেবেকা কালভিন বাসেকে ম্যাচের প্রথম হলুদ কার্ড দেখান। বেশ সতর্কতার সাথেই প্রথম ম্যাচটি পরিচালনা করেছেন তিনি। ম্যাচ শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে যখন ম্যাচ রেফারি হিসেবে রেবেকা ওয়েলচের নাম ঘোষণা করা হয় তখন দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাকে অভিবাদন জানান। নারী ফুটবলে বেশ কিছু হাই-প্রোফাইল ম্যাচ পরিচালনার কৃতিত্ব রয়েছে রেবেকার। এ বছর নারী বিশ্বকাপেও তিনি রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন। সূত্র : বিবিসি ও দ্য গার্ডিয়ান।

দ্বিগুণ বেতনে নাপোলির সঙ্গে

নতুন চুক্তিতে ওসিমেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সিরি-আ'তে তিন দশকের বেশি সময়ের অপেক্ষা ঘুচিয়ে শিরোপা জয়ের নায়কদের একজন ভিক্টো ওসিমেনের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে নাপোলি। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ইতালিয়ান ক্লাবটিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত খেলবেন তারকা এই ফরোয়ার্ড।

নাপোলির সভাপতি আউরেলিও দে লাউরেন্তিস রোববার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ ওসিমেনের চুক্তিতে সই করার এবং হ্যান্ডশেকের ছবি পোস্ট করেছেন। সঙ্গে লিখেছেন একটি শব্দ "ডান (চুক্তি সম্পন্ন)"। চার মিনিট পর ওই একই ছবি নাপোলিও পোস্ট করে লিখেছে, "ভিক্টো ও নাপোলি ২০২৬ পর্যন্ত একসঙ্গে।" ২০২২-২৩ মৌসুমটা ওসিমেনের কেটেছে স্বপ্নের মতো। সেরি আয় ৩২ ম্যাচে ২৬ গোল করে ৩৩ বছর পর নাপোলির প্রথম লিগ শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি। আর নাইজেরিয়াকে আফ্রিকান নেশন্স কাপের মূল পর্বে তুলতে বাছাইয়ে চার ম্যাচে ৫টি গোল করেন ২৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

অসাধারণ এই যাত্রার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি আফ্রিকার বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলারের খেতাব জিতেছেন এই নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড। সেই সঙ্গে এবার যোগ হলো নতুন চুক্তির আনন্দ। ক্লাবটিতে ওসিমেনের পুরনো চুক্তি শেষ হতো ২০২৫ সালে। নতুন চুক্তিতে তার বেতন আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে বলে ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমের খবর।

আইপিএলে ইতিহাস তৈরি করেও

স্টার্কের প্রথম পছন্দ টেস্ট ক্রিকেট

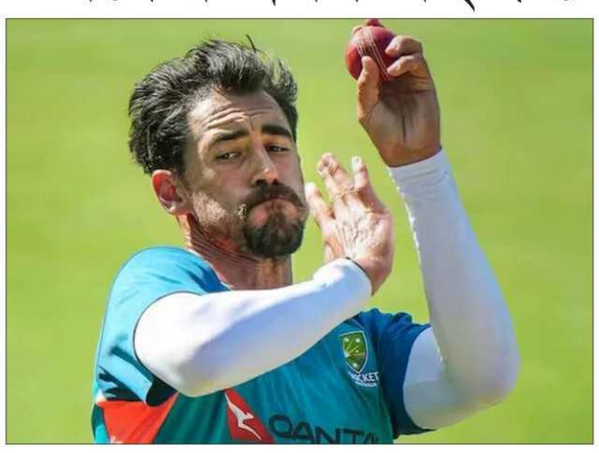

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত আইপিএলে সাগে ১৭ কোটিতে দল পাওয়ার পর ক্যামেরন গ্রিন পড়েছিলেন এক বিপদে। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও অস্ট্রেলিয়া দলের অন্যরা এটা নিয়ে মজা করতে করতে অতিষ্ঠ করে তোলেন তরুণ এই অলরাউন্ডারকে। এখন স্রোত উল্টোমুখী। এবারের নিলামের পর কামিন্স, স্টার্ককে সবটুকু ফিরিয়ে দিচ্ছেন গ্রিন। হাসতে হাসতে সেই গল্প শুনিয়ে স্টার্ক বললেন, "ঠিক আছে সমস্যা নেই, করুক। সে (গ্রিন) তো ১২ মাস ধরে এসব সহ্য করছে!"

এটা আসলে মজার আপদ। এরকম চোখধাঁধানো অঙ্কের পারিশ্রমিক পাওয়ার পর এরকম সব খোঁচাই হয়তো সানন্দে মেনে নেওয়া যায়! এরকম একটা নিলাম অনেক সময় অনেক ক্রিকেটারের জীবন বদলে দেয়। এবার যেমন স্টার্ক। বছরের পর বছর আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এবার যখন ফিরলেন, নিলামের টেবিলে একরকম সুনামি বইয়ে দিলেন।

শুরুটা যদিও হয়েছিল স্টার্কের সতীর্থ কামিন্সকে দিয়ে। গ্রিনের অস্ট্রেলিয়ান রেকর্ড ছাপিয়ে আইপিএলের ইতিহাসের সবাইকে ছাড়িয়ে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপি পারিশ্রমিকে তাকে দলে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সেই রেকর্ড চুরমার হয়ে যায় একটু পরই। ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে স্টার্ককে দলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

আইপিএলে মাত্র দুটি মৌসুমই খেলেছেন স্টার্ক। ২০১৪ ও ২০১৫ আসরে খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। পারিশ্রমিক ছিল প্রতি মৌসুমেই ৫ কোটি রুপি। পরের দুই মৌসুমে আর নিলামে নাম দেননি। ২০১৮ মৌসুমে আবার নিলামে নাম দেন। ৯ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নেয় কলকাতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোটের কারণে খেলতে পারেননি তিনি।

এরপর আর নিলামেই নাম দেননি মৌসুমের পর মৌসুম। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট মৌসুম শেষে পরিবারকে সময় দেওয়াই তার কাছে বেশি প্রাধ্যান পেয়েছে। তার স্ত্রী অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেট দলের তারকা অ্যালিসা হিলিও ব্যস্ত সময় কাটান ক্রিকেটে। আইপিএলের সময়টায় তাই একান্তে পারিবারিক সময় কাটানোকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শরীর ও মনের ওপর চাপ না দিয়ে ফুরেফুরে হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার তাড়নাও ছিল। সব মিলিয়েই আইপিএলের স্রোতে সামিল হননি তিনি। তাতে সম্ভাব্য কোটি কোটি রুপির হাতছানি মিলিয়ে গেছে। তবে এবার ফিরেই যেন সব পুষিয়ে দিলেন।

আইপিএলের ২৪ কোটি ৭৫ লাখের পরও স্টার্কের কাছে সবার ওপরে টেস্ট ক্রিকেট

অবিশ্বাস্য এই পারিশ্রমিকে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত স্টার্ক। তবে এই অর্থের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছেন না তিনি, উড়ে যাচ্ছেন না সময়ের হাওয়ায়। বরং তার আগের ভাবনা, বরাবরের বোধ এখনও অটুট। মেলবোর্নে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাঁহাতি এই ফাস্ট বোলার বললেন, আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট কম আছে বলেই আইপিএলের নিলামে নাম দিয়েছিলেন তিনি। স্টার্ক বলেন, লাল বলের ক্রিকেটই এখন পর্যন্ত আমার কাছে চূড়ায়। টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আমার নিজের চাওয়ার আগে শরীরই আমাকে জানান দেবে (কখন থামতে হবে)।

তিনি আরও বলেন, আগামী বছর একটু সুযোগ আছে (আইপিএল খেলার)। অস্ট্রেলিয়ার এবারের শীত মৌসুমে খেলা খুব বেশি নেই। মার্চে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মের আগ পর্যন্ত (অক্টোবর) কোনো টেস্ট ম্যাচ নেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আছে (আগামী জুনে)। আইপিএলে যে মানের ক্রিকেট হয়, তাতে বিশ্বকাপের পথে ভালোভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচির দিক থেকে আগামী বছর ব্যস্ততা বেশ কম।

এবার নিলামে টেবিলে যেমন তাকে নিয়ে মহারণ হয়ে গেল, আগের মৌসুমগুলোয় নিলামে থাকলেও তুমুল লড়াই হতে পারত। তিনি যে মানের বোলার, আইপিএলে বরাবরই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ার কথা। বিশ্বের বেশির ভাগ ক্রিকেটার যখন আর সব বাদ দিয়ে হলেও আইপিএল খেলতে মরিয়া থাকে, তখন মৌসুমের পর মৌসুম সম্ভাব্য মিলিয়ন ডলারের ডাকে সাড়া না দিয়েও কোনো আক্ষেপ নেই স্টার্কের।

তিনি জানান, যখনই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সবসময়ই বলেছি যে, আমি প্রাধান্য দেই টেস্ট ক্রিকেটকে। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার ওই সময়টুকু অ্যালিসার সঙ্গে কাটিয়েছি, পরিবারিক সময় কাটিয়েছি এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের জন্য নিজেকে তরতাজা করেছি ও ফিট রাখার চেষ্টা করেছি। কাজেই এটা নিয়ে আক্ষেপ নেই আমার। আমার ধারণা, এটা নিশ্চিতভাবেই টেস্ট ক্রিকেটে সহায়তা করেছে আমাকে। সবসময় বলেছি যে, এত টাকা পাওয়াটা অবশ্যই দারুণ ব্যাপার এবং এবার তা পাচ্ছি। তবে আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই সবসময়ই প্রাধান্য দিয়েছি এবং এটা আমার খেলার উন্নতি প্রভাব রেখেছে অবশ্যই।

ম্যাচ হেরে কোচকে

ফেলেই চলে গেল টিম বাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোমার বিপক্ষে হারের হতাশা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে যান ওয়ান্ডার মাজ্জারি। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হতে সময় লেগে যায় বেশি। কোচের জন্য তাই অপেক্ষা করেনি টিম বাস। তাকে ফেলে রেখেই স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যায় সবাই! বিস্ময়কর এই কাণ্ডের পর মাজ্জারিকে অগত্য ধরতে হয়েছে ট্যাক্সি। অলিম্পিক স্টেডিয়াম থেকে নেপলসে ফিরতে হয়েছে ট্যাক্সিতে চেপে।

মৌসুমের শুরু থেকেই বারবার হোঁচট খাচ্ছে নাপোলি। বড় দিনের আগের ম্যাচেও সেরি আ'তে সুখকর অভিজ্ঞতা হয়নি গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। রোমার মাঠে শনিবার রাতে ২-০ গোলে হেরে যায় তারা। দুটি গোলই মাজ্জারির দল হজম করে দ্বিতীয়ার্ধে। দুই গোল হজমের আগে দুই লাল কার্ডে ৯ জনের দলে পরিণত হয় নাপোলি। লাল কার্ড দেখেন মাত্তেও পলিতানো ও ভিক্টো ওসিমেন। দুই লাল কার্ড, দলের হার- সব মিলিয়ে অস্বস্তি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন মাজ্জারি। একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সংবাদ সম্মেলনও হতে থাকে দীর্ঘ।

ইতালিয়ান দৈনিক রিপাবলিকা তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কোচের জন্য বাইরে অপেক্ষায় ছিল টিম বাস। কিন্তু ওই প্রশ্ন-উত্তর পর্ব দীর্ঘ হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত কোচকে রেখে চলে যান খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফসহ বাকিরা। ফলে নেপলসে ফিরতে ট্যাক্সি নিতে হয় মাজ্জারিকে। এই হারের পর ১৭ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে সেরি আ টেবিলে সপ্তম স্থানে আছে নাপোলি। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে তাদের চেয়ে এক ধাপ উপরে আছে রোমা।

ফের আইসিসির তোপের মুখে

পড়লেন উসমান খাওয়াজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফিলিস্তিন নিয়ে বার্তা দেওয়ার নতুন পথ খুঁজছিলেন উসমান খাওয়াজা। কিন্তু আইসিসির বাধায় ভেস্তে গেল সেই চেষ্টা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থাটি খারিজ করে দিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারের একটি ঘুঘুর মুখে জলপাই শাখার ছবি দেখানোর আবেদন।

গাজার মানবিক সঙ্কট নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই খেলার মাঠে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন খাওয়াজা। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) থেকে অনুমতি মিললেও বাধা দিচ্ছে আইসিসি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২৬ ডিসেম্বর এমসিজিতে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ সামনে থেকে এওবিবার (২৪ ডিসেম্বর) অনুশীলন সেশনে নিজের ডান জুতা ও ব্যাটের পেছনে ওই লোগো দেখান খাওয়াজা।

ওই লোগো মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রথম আর্টিকেল সংশ্লিষ্ট। এতে বলা হয়েছে, 'সব মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক ও বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ।'

অনুশীলনে এই বার্তা দেখানোর আগে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতি নিয়েছিলেন খাওয়াজা। সেই একই জিনিস টেস্ট ম্যাচে দেখানোর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোকে সংস্থাটির একজন মুখপাত্র এই কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই ধরনের ব্যক্তিগত বার্তা পোশাক ও সরঞ্জামের নিয়মের 'এফ' ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত। যা আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনে পাওয়া যাবে।

তবে খেলার মাঠের বাইরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ ভিন্ন মঞ্চে মানবাধিকার, শান্তি ও সমতা নিয়ে বার্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য খাওয়াজাকে উৎসাহই দিয়েছে আইসিসি। এরই মধ্যে খাওয়াজার বিরুদ্ধে এই এফ ধারা ভঙ্গে অভিযোগ এনেছে আইসিসি। সেটিকে চ্যালেঞ্জ করবেন এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। তার দাবি, ব্যক্তিগত শোকের ঘটনায় পার্থ টেস্টে বাহুতে কালো ফিতা বেঁধে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান নিশ্চিত করেন, পরের টেস্টে তার হাতে কালো ফিতা থাকবে না।

পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে কালো ফিতা লাগিয়ে মাঠে নামার আগে খাওয়াজার পরিকল্পনা ছিল বিশেষ কেডস পায়ে চাপিয়ে খেলার। তার ব্যাটিং বুটে লেখা ছিল 'সব জীবনের মূল্য সমান' এবং 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার।' অনুশীলনে তিনি এই কেডস পরার পর তুমুল তোলপাড় পড়ে যায়।

খাওয়াজার কেডস আইসিসির নজরে পড়ে এবং তাকে পোশাকের নীতিমালা মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, কোনো রাজনৈতিক বার্তা সম্বলিত কিছু পরে ক্রিকেটাররা মাঠে নামতে পারবেন না। খাওয়াজা শেষ পর্যন্ত ওই কেডস পরে খেলেননি। তবে টেস্ট শুরুর আগে একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন যে, তার বার্তাটি রাজনৈতিক কিছু ছিল না, বরং ছিল মানবাধিকারের পক্ষে। আইসিসির সঙ্গে এটা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তিনি।

আগামী আইপিএলের জন্য

নিজেকে তৈরিতে ব্যস্ত ধোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আরেকটি আইপিএল মৌসুম এগিয়ে আসছে আর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে পুরোনো প্রশ্নও উচ্চকিত হচ্ছে। এই মৌসুমই কি শেষ? বরাবরের মতো উত্তর অজানা এখনও। চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কাসি বিশ্বনাথান যেমন বললেন, তার এটা জানা নেই। সময় হলে উত্তরটা ধোনি নিজেই দেবেন বলে জানালেন তিনি।

২০১৯ বিশ্বকাপের পর থেকে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন না ধোনি। ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক আলোচনা, নানা জল্পনার পর ২০২০ সালের অগাস্টে সামাজিক মাধ্যমে ছোট্ট এক বার্তায় তিনি অবসরের বার্তা জানিয়ে দেন। এরপর থেকে শুধু আইপিএলই খেলছেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান।

গত এই ক বছরে আইপিএলের প্রতি মৌসুমেই তুমুল আলোচনা হয়েছে যে এটিই তার শেষ মৌসুম কি না। গতবার তো বেশ শোরগোলও উঠেছিল। হাঁটুর চোটকে সঙ্গী করেই গোটা মৌসুম খেলেছেন তিনি, চেন্নাই সুপার কিংসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শিরোপা জয়ে। এই চোটের কারণেই অনেকে মনে করেছিলেন, এবার ক্ষান্তি দেবেন তিনি। এছাড়া ঘরের মাঠ চেন্নাইয়ে মৌসুমের শেষ ম্যাচে যেভাবে মাঠ প্রদক্ষিণ করে দর্শকের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন, তাতে বিদায়ের বার্তা দেখছিলেন অনেকেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের মতো এখানেও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা তিনি দেননি।

আইপিএল মৌসুম শেষ হওয়ার পর গত জুনে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করান তিনি। ৪২ বছর বয়সী কিংবদন্তি যে এবারের আইপিএলেও খেলছেন, তা এখন নিশ্চিত। তবে যথারীতি নিশ্চিত নয়, এটিই শেষ কি না। চেন্নাইয়ে 'জুনিয়র সুপার কিংস'-এর উদ্বোধনী আয়োজনে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কাসি বিশ্বনাথানের দিকে ছুটে গেল এই প্রশ্ন। তার উত্তরে নতুন কিছু পাওয়া গেল না।

তিনি জানান, এটা তো আসলে আমার জানা নেই। সে নিজেই আপনাকে সরাসরি উত্তর দেবে। সে কী করবে, তা তো আমাদেরক বলে না। ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান নির্বাহী জানালেন, ধোনি আপাতত নতুন মৌসুমের জন্য নিজেকে তৈরি করার লড়াইয়ে ব্যস্ত। এখন সে ভালো আছে। তার পুনবার্সন চলছে। জিমে কাজ করছে। সম্ভবত আর দিন দশেকের মধ্যে সে নেট অনুশীলনও শুরু করবে।

ধোনির নেতৃত্বে আইপিএলে ৫টি শিরোপা জিতেছে চেন্নাই। রোহিত শার্মার সঙ্গে যৌথভাবে টুর্নামেন্টের সফলতম অধিনায়ক তিনি। চেন্নাইয়ের মতা ৫টি ট্রফি আছে মুম্বাইয়েরও। তবে মুম্বাই রানার্স আপ হয়েছে ১ বার, চেন্নাই ৫ বার। ১৪ আসরের মধ্যে ১০ বারই ফাইনাল খেলা চেন্নাই সুপার কিংস তাই নিঃসন্দেহে আইপিএলের সবচেয়ে সফল দল। ফাইনাল খেলা সব আসরেই তাদের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR